আমেরিকান অভিনেত্রী শেলি উইন্টার্স প্রয়াত হন ২০০৬ সালের এই দিনে।

বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক লুইস ক্যারল ১৮৯৮ সালে প্রয়াত হন এই দিনে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
শুক্রবার, ২৯ পৌষ ১৪২৮
■ ৪২ বর্ষ ■ ২৩৬ সংখ্যা

সমান্তরাল নেতৃত্ব

তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সংসদীয় ক্ষেত্র ডায়মন্ড হারবারে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস উদযাপনে ত্রিশ হাজার মানুষের করোনা পরীক্ষার কর্মসূচি আদ্যন্ত সফল হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের এত বড় মাপের কর্মসূচি গ্রহণ এবং সংক্রমণ ঠেকাতে কঠোর বিধিনিষেধের ওপর জোর দেওয়ার ঘটনা একাধিক কারণে ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠেছে।

প্রথমত, অভিষেক যেভাবে করোনা প্রতিরোধে কড়া হাতে বিধিনিষেধ আরোপের ওপর জোর দিয়েছেন, তা এযাবৎ দলের অন্য সাংসদ, বিধায়ক বা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের গলায় শোনা যায়নি। প্রশাসনের সঙ্গে একযোগে এরকম পদক্ষেপ করতে দেখা যায়নি শাসকদলের কোনও নেতা-মন্ত্রীকে। অভিষেকের কর্মপদ্ধতি থেকে পরিষ্কার যে, তিনি সদর্থক কর্মসূচির মাধ্যমে নিজের দলকে ভিন্ন রাজনৈতিক মাত্রায় উন্নীত করতে চান।

দ্বিতীয়ত, তিনি সামাজিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে দলের নেতা-কর্মীদের সামনে অনুসরণযোগ্য নেতৃত্বের দাবিদার হয়ে উঠতে চান। ঠিক এখানেই মূল সমস্যার সূত্রপাত। তাঁর কর্মপদ্ধতি দলের মধ্যে একটি সমান্তরাল রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎসমুখ খুলে দিয়েছে। যদিও এখনও এই দলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই শেষকথা, তবু গত বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালেই অভিষেক প্রমাণ করেছেন, দলের লাগাম ধীরে ধীরে তাঁর হাতেই যেতে চলেছে।

নির্বাচনে অভাবনীয় সাফল্যের পর দলের অভ্যন্তরে শীর্ষনেত্রীর পরের আসনটি তাঁর জন্য বরাদ্দ হয়েছিল। সাংগঠনিক স্তরে যেমন তাঁর বিচরণক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে, তেমনই রাজ্যে প্রশাসনিক স্তরেও তাঁর ক্ষমতা স্বীকৃত হয়েছে। এই ঘটনা দলের বহু নেতা-নেত্রীর পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। দলের মধ্যে বিক্ষোভের আঁচ ধিকিধিকি জ্বলছে। সেই উত্তাপের প্রকাশ ঘটেছে দলীয় সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবাদের মধ্যে।

অভিষেকের কর্মসূচি এবং বক্তব্যকে নস্যাৎ করে কল্যাণের প্রকাশ্যে সোচ্চার হওয়া কার্যত অভিষেকের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করা। নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে অভিষেকের বক্তব্য ও কর্মসূচি সাধুবাদযোগ্য। সমস্ত ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক সমাবেশ আগামী দু'মাসের জন্য বন্ধ রাখতে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন। সেই পরামর্শ বা কর্মসূচি কিন্তু তাঁর নিজের দলেই অনুসৃত হয়নি।

দলে কিছু বর্ষীয়ান নেতা অভিষেকের কর্মসূচি বা বক্তব্যকে সমর্থন করলেও দলের সিংহভাগের সমর্থন থেকে তিনি বঞ্চিত এখনও। কল্যাণ দলের সর্বভারতীয় সম্পাদকের বক্তব্য খারিজ করে তাঁর বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা, অভিষেকের বক্তব্য রাজ্য সরকারের অবস্থান বিরোধী। কারণ গঙ্গাসাগর বা কেন্দুলির মেলা সরকারি অনুমতি পেয়েছে।

দলনেত্রীর কাছ থেকে এখনও এমন কোনও বক্তব্য মেলেনি যাতে বোঝা যায় যে, তিনি অভিষেককে সমর্থন করছেন না কল্যাণকে। এর ফলে দলে ক্ষমতার সমীকরণ নিয়ে সাধারণ কর্মীদের মধ্যে ও জনমানসে বিভ্রান্তি তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নেত্রী হিসাবে যাঁরা এতকাল মেনে এসেছেন, তাঁদের অনেকের পক্ষে অভিষেককে সর্বোচ্চ নেতা মানা কঠিন।

যদিও দলের যুব গোষ্ঠী অভিষেককেই নেতা হিসাবে মেনে নিয়েছে। একারণে দলের মধ্যে ক্ষমতার টানাপোড়েন অস্বাভাবিক নয়। বিধানসভা নির্বাচনের আগে একাধিক তৃণমূল নেতা দল ছেড়েছিলেন। নির্বাচনের পর তাঁদের অনেকে চাইলেও দলের মধ্যে বিক্ষোভের আশঙ্কায় ফিরতে পারছেন না। প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেকের হাত ধরে ফিরেছেন ঠিকই, কিন্তু দলের কর্মী-সমর্থকদের বিক্ষোভে নিজের নির্বাচনি কেন্দ্রে ঢুকতে পারেননি।

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবাদকে কিন্তু একক বিক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর বলে ধরে নেওয়া যুক্তিসংগত হবে না। অভিষেকের উত্থানে দলে সমান্তরাল নেতৃত্বের প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়েছে। জাতীয় রাজনীতিতে নাম লেখাতে উদ্যোগী তৃণমূলে সমান্তরাল ক্ষমতার কেন্দ্র তৈরি মোটেও ভালো লক্ষণ নয়। তা সুসংহত রাজনীতির পরিচয় বহন করেও না।

অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। কষ্ট ছাড়া কখনও উন্নতি সম্ভব নয়। ঈশ্বর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হওয়ার সাধ্য নেই। যখন জীবনে সুসময় আসে, তখন ধ্যান চিন্তা আসে। সব সয়ে যেতে হবে কারণ কর্মানুসারে সৎ যোগাযোগ হয়, আবার কর্মে দ্বারা কর্মের খণ্ডন হয়। ধ্যান, জপ ও ঈশ্বর চিন্তায় পাপ কাটে। কাজের সঙ্গে সকাল সন্ধে জপ-ধ্যান না করলে কি করছো না করছো বুঝবে কি করে? দেখো মা, যেখানে দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। মাকে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

–মা সারদা দেবী

শব্দরঙ্গ ■ ৩১২১

পাশাপাশি : ১। ধর্মবিশ্বাস, বিবেক, বিবেকবুদ্ধি ৩। বাঁশ বা কাঠের লম্বা ফালি, বাখারি ৫। কথা, উক্তি, উপদেশপূর্ণ বা স্মরণীয় উক্তি,সরস্বতী দেবী ৬। কোঁকড়ানো চুলগুচ্ছ, কুঞ্চিত চুল, চুল ৮। তানপুরা ১০। প্রভু, কর্তা ১২। আঞ্চলিক শব্দ যার অর্থ মেয়ে বা কন্যা, নারী ১৪। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অন্যতম ১৫। পৌরাণিক দানবশিল্পীবিশেষ, যুধিষ্ঠিরের সভাঘর নির্মাণকারী দানব শিল্পীবিশেষ ১৬। তামাম-এর রূপভেদ।

উপর-নীচ : ১। চুনি বা রুবি ২। সদ্য গজানো অঙ্কুর ৪। পান ৭। হাতি ৯। সুন্দরী নারী, নারী, রমণী ১০। সবুজ রংয়ের অত্যন্ত দামি পাথরবিশেষ, পান্না ১১। প্রধানত লিখতে অক্ষম এমন কোনও ব্যক্তির পরিবর্তে যে স্বাক্ষর করে ১৩। মুসলমানদের ধর্মগুরু বা ধর্মনেতা।

সমাধান ■ ৩১২০

পাশাপাশি : ১। মাধব ৩। বকবক ৪। চণ্ডিকা ৫। ঝলমল ৭। কপ ১০। ইহ ১২। দানধ্যান ১৪। বিরজা ১৫। তকতক ১৬। রাজীব।

উপর-নীচ : ১। মাঙ্গলিক ২। বচসা ৩। বকাঝকা ৬। মকাই ৮। পড়েন ৯। দানবিক ১১। হবহব ১৩। ইজারা।

মহাশ্বেতাকে ম্যান্ডেলা বলেছিলেন, পুরস্কারে আমাদের কী এসে যায়

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য

২০২২-এর ১৪ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তি পড়েছে। ১৯২৬ সালের ১৪ জানুয়ারিও মকর সংক্রান্তি ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশের এই সাংস্কৃতিক তাৎপর্যপূর্ণ দিনেই জন্মেছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাহিত্যিক-সমাজকর্মী, ঢাকাইয়া মহাশ্বেতা দেবী। পুরুলিয়া-মেদিনীপুরের খেরিয়া-শবর-লোধারা তাঁকে 'মা' বলতেন। এখনও বলেন। আর বাংলা ভাষার লেখক-সাংস্কৃতিক কর্মীদের অনেকের কাছেই তো তিনি 'দিদি' হয়ে ছিলেন, আছেন। ১৮ এ বালিগঞ্জ স্টেশন রোডের লোহার ঘোরানো সিঁড়ির বাড়ি থেকে শুরু করে গল্ফগ্রিন বা রাজডাঙ্গা মেইন রোডের বাড়ি যেখানেই উনি থেকেছেন, কলকাতা গেলে প্রথমেই সেখানে গিয়ে আগে দিদিকে প্রণাম জানিয়ে কলকাতার কাজকর্ম শুরু করতাম। সম্ভবত ১৯৮০-'৮১ প্রথম আমি আমার জনজাতিদের ওপর কাজের কার্যকারণে দিদির সংস্পর্শে আসি। তারপর থেকে প্রায় প্রত্যেক বছর ১৪ জানুয়ারিটা আমরা একদল মহাশ্বেতা-পাগল কেউ বেলুন সাজিয়ে, কেউ পায়েস বানিয়ে দিদির জন্মদিন উদযাপন করতাম। বিদেশিরাও কোনও কোনও বার আসতেন। যখন সংবাদমাধ্যমের বড় ক্যামেরা তাঁকে ঘিরে ধরত, তখন আমরা সরে থাকতাম। শেষের দিকে অর্থাৎ ২০১৬-র কিছু আগের জন্মদিনগুলোতে একটু রাতের দিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসে কেক কাটতেন। একবার ওঁর শেষ বাসস্থান, রাজডাঙ্গা মেইন রোডের বাড়ি থেকে জন্মদিনের হই-হুল্লোড় করে আমি রাত দশটার একটু আগেই শিয়ালদার হোটেলে ফিরে এসেছি। রাত ১১টা নাগাদ মোবাইল ফোনে দিদির ফোন, 'কৃষ্ণপ্রিয়, তুই চলে গেলি কখন? এই তো মমতা এসেছিল, কেক কাটল...।'

২০১৬-র জুলাইতে দিদি চলে গিয়েছেন। রাজডাঙ্গা মেইন রোডের পুরো দোতলা বাড়িটাকেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার মহাশ্বেতা দেবী মিউজিয়াম বানিয়েছে। সেখানে তাঁর বইপত্র, পুরস্কার, মানপত্র, ছোটবেলার ছবি, ম্যাগসাইসাই, জ্ঞানপীঠ, পদ্মভূষণ, পদ্মশ্রী থেকে শুরু করে কত যে সম্মান স্মারক সাজানো আছে তার ইয়ত্তা নেই। সারাদিন ধরে ঘুরে ঘুরে দেখলেও যেন শেষ হয় না। কিছুদিন আগেও গিয়েছি। একটা কাচের বাক্সে দিদির দাঁত, হাইপাওয়ার চশমা, ছোট্ট মোবাইল ফোন দেখে আঁতকে উঠেছি। মিউজিয়ামের কর্মীরা জানালেন, ওঁর সমস্ত বই ডিসপ্লে করার ব্যাপারে কাজ চলছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষজ্ঞ দল ক্যাটালগিংয়ের কাজ করছে। বিষয়টির বাস্তবায়ন এখন মহাশ্বেতা দেবীর পৌত্র শ্রীমান তথাগত'র সক্রিয়তার ওপরই অনেকটা নির্ভর করছে। দিদির জন্মদিনে অনেক কথা মনে পড়ছে। সব তো বলা যাবে না। স্কুল শিক্ষকতা করেছেন ১৯৪৮-'৪৯, তারপর আবার ১৯৫৭ সালে একবারের জন্য। ১৯৬৪ থেকে ১৯৮৪ অবধি কলেজে ইংরেজির অধ্যাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। চাকরি ছাড়াটা তাঁর কাছে প্রায় পোশাক পালটানোর মতোই ছিল। কিন্তু আমি দিদির কাছে জানতে চাইতাম, ১৯৪৯ থেকে ১৯৫১, এই তিন বছরের ডাক ও তার বিভাগে আপার ডিভিশন ক্লার্ক হিসেবে চাকরিকালের অভিজ্ঞতার কথা। কিংবা জানতে চাইতাম, ওই চাকরি ছেড়ে ১৯৫১ থেকে ১৯৫৭, এই সাত-সাতটি বছর তাঁর কাপড় কাচার সাবান বিক্রি ও প্রাইভেট টিউশন জীবনের বিচিত্র সব কাণ্ডকারখানার কথা। একবার দিদিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, '১৯৯৬ সালে দিল্লির অনুষ্ঠানে নেলসন ম্যান্ডেলার হাত থেকে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার যখন নিচ্ছিলেন, সেই অনুষ্ঠান সরাসরি আমরা দূরদর্শনে দেখছিলাম। পুরস্কার হাতে তুলে দিতেই ম্যান্ডেলা আপনার কানে কানে কী কথা বলছিলেন?' দিদি বললেন, 'আরে, ও বলছিল, আমিও ট্রাইবাল, আপনিও ট্রাইবাল। এসব পুরস্কার-টুরস্কারে আমাদের কী আসে যায়?' ১৯৯৭ সালে রামন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার নিতে দিদি ফিলিপাইন্সের ম্যানিলা যাবেন। আমার দাবি, আমিও যাব। দিদি বললেন, 'ঠিক আছে যাবি, পাসপোর্ট করার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ফেল।' আমি তো মহাখুশি। কিছুদিন পরে দিদি ফোন করে বললেন, 'আত্মীয়স্বজনরা অনেকেই যেতে চাইছে, তাই এ যাত্রা তুই বাদ যা, কেমন?' আরেকটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। ম্যাগসাইসাই পুরস্কার পাওয়ার পর আমি বালিগঞ্জের বাড়িতে গিয়েছি পুরস্কার-ফলকটি দেখব বলে। দিদি আলমারি থেকে পুরস্কার-ফলকটি আমাকে দেখিয়ে আবার আলমারিতে একটি বাক্সে সেটি রেখে দিলেন। তারপর গল্প হচ্ছে। এরমধ্যে মেদিনীপুর-জাত এক দীর্ঘাঙ্গী কৃষ্ণবর্ণ মহিলা চা দিয়ে গেলেন। দিদি একাই থাকতেন। ওই মহিলাই ওঁর দেখভাল করতেন। সেবার শিলিগুড়ি ফিরে এসে খবরের কাগজে দেখি, মহাশ্বেতা দেবীর বাড়ি থেকে ওঁর ম্যাগসাইসাই পুরস্কার-স্মারকটি চুরি হয়েছে। কলকাতা পুলিশ তদন্ত করছে। একটি পত্রিকার খবরটিতে উল্লেখ ছিল, চুরি যাওয়ার আগে মহাশ্বেতা দেবীর বাড়িতে ওই ফলকটি দেখে গিয়েছিলেন, দিদির ঘনিষ্ঠ শিলিগুড়ির কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য। আমার তো বুক দুরুদুরু। দিদিকে ফোন করে আমার উদ্বেগ জানালাম। উনি বললেন, 'না, না, তোর চিন্তা নেই, ওটা পাওয়া গিয়েছে। ওই যে মাসিটা...ওটা ফেরত দিয়েছে।'

> ... একটি নম্বর ডায়াল করে কাউকে বললেন, 'অবিলম্বে মমতাকে জানাও আমি লেপচাদের দাবি সমর্থন করছি। ওদের দাবি রাজ্য সরকারকে মানতে হবে।' খুব অল্পদিনের মাথায় বিধানসভার অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন, 'লেপচাদের দাবি রাজ্য সরকার মেনে নিচ্ছে, ওঁদের জন্য উন্নয়ন পর্ষদ ঘোষণা করা হচ্ছে।'

আরেকটি মহাশ্বেতা-কাণ্ড বলে আজকের জন্মদিন-কথা শেষ করব। সম্ভবত ২০১২ সালে, নানা জায়গায় অবস্থান, ধর্না আন্দোলনের পর কালিম্পংয়ের ইন্ডিজেনাস লেপচা ট্রাইবাল অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে বয়স্ক-যুব মিলিয়ে প্রায় একশোজন লেপচা মহিলা-পুরুষ কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় অহিংস অবস্থান আন্দোলন করছেন। তাঁদের দাবি অবিলম্বে তিন দশকের আর্জি স্বাধীন লেপচা উন্নয়ন পর্ষদ দিতে হবে। কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় ২৪ দিন ধরে ধর্নার পর তাঁরা ওয়েলিংটন মোড়ের একটি পার্কে এসে তাঁবু খাটিয়ে বসেছেন। তাঁদের পোস্টারে লেখা we want justice, আমি থাকতে না পেরে কলকাতা গিয়ে সরাসরি দিদির রাজডাঙ্গার বাড়িতে গিয়ে দিদিকে বললাম, 'দিদি আপনি থাকতে কলকাতার বুকে আমাদেরই বাংলার আদিম লেপচারা পুলিশের লাঠিপেটা খাচ্ছে। ওঁদের কথা কেউ শুনছেন না। রাজ্য সরকার বুঝতেই চাইছে না, এই উন্নয়ন পর্ষদের দাবি ওঁদের দীর্ঘ তিন দশকের। আপনি চলুন, ওঁদের ধর্নামঞ্চে। দেখুন ষাট-সত্তর-আশি বছর বয়স্ক মানুষও আছেন।' একদিন পর আমি ট্যাক্সি করে দিদিকে লেপচাদের কাছে নিয়ে এলাম। ব্যাস! দিদি তো বিস্মিত এবং যারপরনাই উত্তেজিত হয়ে রবীন্দ্রসংগীত গাইলেন, লেপচারাও গাইলেন। লেপচারা ওঁকে উপহার দিলেন গীতাঞ্জলির লেপচা অনুবাদ। উত্তেজিত হয়ে আমার মোবাইল ফোনটা নিয়ে একটি নম্বর ডায়াল করে কাউকে বললেন, 'অবিলম্বে মমতাকে জানাও আমি লেপচাদের দাবি সমর্থন করছি। ওদের দাবি রাজ্য সরকারকে মানতে হবে।' ব্যাস, খুব অল্পদিনের মাথায় বিধানসভার অধিবেশনে রাজ্যের সদ্য নির্বাচিত তৃণমূল সরকারের পক্ষ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন, 'লেপচাদের দাবি রাজ্য সরকার মেনে নিচ্ছে, ওঁদের জন্য উন্নয়ন পর্ষদ শিগগিরই ঘোষণা করা হচ্ছে।' এরপর পাহাড়ের প্রথম জনজাতি উন্নয়ন পর্ষদ, মায়েল লিয়াং লেপচা ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠিত হয়ে গেল। দার্জিলিং পাহাড়ের আদিম জনজাতি, লেপচারাও দিদিকে 'মা' ডাকলেন। এই গল্পটি আজকে প্রকাশ্যে বললাম। জন্মদিনে ভারতীয় জনজাতি ও নিম্নবর্গের বিবেক, হাজার চুরাশির মাকে স্যালুট!

(লেখক কবি, প্রাবন্ধিক, উত্তরবঙ্গের জনজাতি-জীবন বিষয়ক গবেষক)

হারিয়ে যাওয়া অজস্র পিঠেপুলির অমরত্বের সন্ধানে

শ্যামলী সেনগুপ্ত

মরচে পড়া শিকলে একটু টান দিতেই খুলে যায় নিরামিষ পাকশাল। পাশেই ঢেঁকিশালে শব্দ উঠছে ঢকঢক আর অজস্র চুড়ি-পলার ঠিনঠিন। আরেকটু পরে নতুন মাটির প্রলেপ দেওয়া টানটান ঝিকের ওপর চাপানো হবে তিজেল। অপূর্ব দক্ষতায় কাঠের খণ্ডগুলি কখনও টেনে এনে আবার কখনও ঠেলে দিয়ে আগুনকে বশে রাখা হবে, ঠিক ততটাই যতটুকু দরকার গোকুল পিঠে, তেল পিঠে, পাটিজোড়া, মুগসামালি, ভাজাপুলি, গোকুল পিঠের জন্য।

পাশে আরেকটি তোলা উনুনে কাঠকয়লা আর গুঁড়ো কয়লা দিয়ে নিভু আঁচে বসানো আছে বড়সড়ো মালসা। ধিমে আঁচে দুধের ওপর মোটা সর পড়েছে। মাঝে মাঝে সেই সর তুলে আরেকটি পাত্রে রাখছেন ঠানদিদি। নারকেল কোড়ায় খেজুর গুড় মাখিয়ে যখন জ্বাল দেওয়া হবে, কাঠের হাতা নাড়িয়ে নাড়িয়ে, তখন মাঝে মাঝে সেই সর মেশানো হবে তাতে স্বাদের জন্য। ওদিকে পিসঠাম্মা বসে গেছেন ক্ষীর বানাতে। ছোট এলাচের গন্ধে ম-ম করছে আমাদের ফেলে আসা দিনকাল। পৌষ সংক্রান্তির আগে এই ভাবনা ঘিরে ধরে।

সূর্যদেব তাঁর দক্ষিণায়ন ভ্রমণ শেষ করে মকরক্রান্তি পেরিয়ে উত্তরায়ণে প্রবেশ করবেন। বাংলার খেতে-মাঠে এখন আমন ধানের স্বর্গীয় রং। এখন শস্যের উৎসব। তাই নতুন চাল, চালের গুঁড়ো, তিল, খেজুর গুড় হল পিঠে সংক্রান্তির আসল উপকরণ। মাঝেমধ্যে অবশ্যই ঢুকে পড়ত কলাইয়ের ডাল, মুগ ডাল বা চিঁড়ে। সবই তো খেতের ফসল। কলাইয়ের ডাল শিলে বেটে ফেটিয়ে ঘানি থেকে আনা সর্ষের তেল বা গাওয়া-ঘিয়ে ছেড়ে দিলেই ফুলে টোপা টোপা। তারপর আগে থেকে জাল দেওয়া গুড় বা চিনির রসে ফেললেই রসবড়া রেডি। এরপর নরম গরম গড়গড়ি নালি গুড় দিয়ে খাও বা গরম গরম বুটের ডাল দিয়ে। শুধুই আতপ চালের গুঁড়ো দিয়ে লেই বানিয়ে চিতইয়ের ছাঁচে ফেলে বানানো হত অপূর্ব স্বাদের চিতই পিঠে।

পিঠে নরম করার জন্য আমার শাশুড়িমাকে দেখেছি লেইয়ের মধ্যে দুটি পাকা কলা মিশিয়ে দিতে। পরের দিন ঠান্ডা চিতই দুধে জ্বাল দিয়ে তৈরি হত অমৃতসম দুধ-চিতই! পাটিজোড়া বানানো হয়ে গেলে থেকে যেত অনেকটা পুর। সেই পুর হাতের তেলোয় নিয়ে প্রথমে নাড়ু পাকিয়ে তাকে তেলোর সাইজে চ্যাপ্টা করে রাখা হত। একটি পাত্রে ময়দা ও সামান্য চালের গুঁড়ো মিশিয়ে ময়ান দিয়ে মেখে জল আর দুধ অল্প অল্প করে দিতে দিতে তৈরি হত গোলা। সেই গোলায় চুবিয়ে তেলে ভেজে নেওয়া হত পিঠে। এরপর পাতিল থেকে নামিয়ে চিনির রসে।

কেউ কেউ অবশ্য চিনির শিরা তৈরি ভাজা পিঠেগুলি তার ভেতরে দিয়ে কাঠের খুন্তি দিয়ে নেড়ে নেড়ে বানিয়ে ফেলতেন শুকনো গোকুল পিঠে। ভালো করে ধুয়ে শুকিয়ে নেওয়া তিল কাঠখোলায় ভাজলে সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ত এ উঠোন থেকে সে উঠোনে। এরপর গুড়ের পাক করে তাতে ভাজা তিল ঢেলে নেড়ে চেয়ে হাতের চেটোয় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বানানো হত তিলকুট। আহা! মুড়মুড়ে সেই স্বাদ আজও স্বাদকোরকে কোথাও যেন ফিশফিশ করে বলে, 'কী রে গড়বি না কি তিলকুট অথবা এক ধামা মুগসামালি?'

কাল তার পথ ধরে হেঁটে গিয়েছে, পড়ে আছে তিজেল, পাতিল, মালসা, কাঠের ও কয়লার তোলা উনুনের রূপকথা। ক্রমশ ব্যস্ত জীবনে পিঠে-পার্বণের রেওয়াজ রেখে দিয়েছে মোদকের দোকানগুলি। সেখানে পাটিসাপটা, ক্ষীর, পুলি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মুছে যাওয়া সময়ের স্বাদ ও আনন্দ খুঁজলেও মেলে না।

(লেখক সাহিত্যিক)

বিন্দু বিসর্গ

স্যর অফিসের সব ঘরে রুম ফ্রেশনার বেশি করে লাগবে! –অভি

আলোচিত

আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। তবে আতঙ্কিত হলে চলবে না। এই পরিস্থিতিতে বাড়িতে তৈরি আয়ুর্বেদিক ওষুধ, পুরোনো পরিচিত ওষুধও কাজে লাগাতে হবে। উৎসবের মরশুমে মানুষের ও প্রশাসনের সতর্কতা কম হলে চলবে না।

–নরেন্দ্র মোদি

আজ

১৭৬১ সালে আজকের দিনে পানিপথের প্রান্তরে মারাঠাদের সঙ্গে আফগান সম্রাট আহমেদ শাহ আবদালির মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটি পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ নামে পরিচিত। যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজয় ঘটে। ভারতে আফগান শাসনের সূচনা হয়।

আনন্দ

প্রায় ৮০ বছর পর এক বিরল প্রজাতির প্রজাপতিকে ফের খুঁজে পাওয়া গেল মধ্যপ্রদেশে। জব্বলপুরে এবং বার্গি বাঁধের কাছে দু'জায়গায়। দুই বিজ্ঞানী শ্রদ্ধা খাপরে ও অর্জুন শুক্লার কৃতিত্ব এদের এতদিন পরে খুঁজে বের করা।

জনমত

সম্বোধনে কাজ করুক প্রগতিশীল ভাবনা

পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে মানবতাবাদী, ভেদাভেদ-বিরোধী সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার পথে অথবা প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রসারে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক বা শিক্ষিকাদের টিচার বা শিক্ষক নামে সম্বোধন করবে (স্যর-ম্যাডাম নয়)- এরকম একটি ভাবনা নাকি যথেষ্টই সমাদৃত হয়েছে কেরলের সরকারি অনুদানপুষ্ট একটি স্কুলে। ইতিমধ্যে সেই সমাদর প্রসারিত হতে শুরু করেছে।

এই প্রসঙ্গে মনে হল, আমরা বাঙালিরা হাসপাতাল বা যে কোনও চিকিৎসাকেন্দ্রে গিয়ে কোনও চিকিৎসককে ডাকতে গেলে স্যর বা ডাক্তারবাবু অথবা ম্যাডাম বলে সম্বোধন করে থাকি। আবার মহিলা নার্সিং স্টাফদের বড়দি, দিদি বা সিস্টার বলেও সম্বোধন করে থাকি। নার্স-নার্স এরকমভাবে ডাকি না। এসব চিরাচরিত সম্বোধনের মধ্যে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ইত্যাদি আবেগ সহজাতভাবে মিশ্রিত থাকে। অন্তত উপলব্ধি তো তাই-ই বলে।

স্কুল-কলেজে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের স্যর-ম্যাডাম সম্বোধনের কারণে লিঙ্গবৈষম্য প্রাধান্য পাবে বা মানুষের সঙ্গে মানুষের দূরত্ব বাড়বে কিংবা তা সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায়, এমন চিন্তাকে কি আদৌ প্রগতিশীল বলা যায় (?) বঙ্গবাসী সুধীজনকে ভেবে দেখতে অনুরোধ জানাই।

অরূপকুমার সরকার
সূর্য সেন পল্লি, শিবমন্দির, কদমতলা।

আইন থেকেও নেই বেসরকারি চিকিৎসায়

সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে আর্থিকসম্পন্ন মানুষ যাঁরা রাজ্যের বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে লক্ষ লক্ষ টাকার বিল মিটিয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা আমরা জানি। বিশেষ করে করোনা অতিমারির সময় বিভিন্ন নার্সিংহোম ও বেসরকারি হাসপাতাল যেভাবে লুঠপাট করে মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলেছে তা কিন্তু রোগীদের মুখ থেকেই শোনা যাচ্ছিল বারবার।

অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয়, নানা আইন প্রয়োগ করেও এদের লাগাম টানা তো দূরের কথা, বরং প্রাক্তন ও বর্তমান শাসকদল আজও তেমন কঠিন পদক্ষেপ না করায় এইসব বেসরকারি হাসপাতাল চিকিৎসার নামে যেন মুনাফাকারী ব্যবসাদার হয়ে উঠেছে।

যদিও মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যের স্বাস্থ্য কমিশনের নজরে আসার পর এদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়, কিন্তু খোঁজ নিলে জানতে পারবেন, অবস্থা যা ছিল, আজও সেই তিমিরেই রয়েছে, যার মাশুল গুনতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকেই। কারণ এরা এতটাই প্রভাবশালী যে, সরকারের কোনও আইনকেই তারা তোয়াক্কা করে না।

আমরা মনে করি, হাসপাতাল কোনও কারখানা নয়, বরং রোগীদের বাঁচানোর জায়গা। আর চিকিৎসা পরিষেবার নামে অযথা বিলের অঙ্ক না বাড়িয়ে বরং হাসপাতালগুলোকে আরও মানবিক হতে হবে, যাতে রোগীর পরিজন সর্বস্বান্ত না হয়ে পড়েন। এ ব্যাপারে রাজ্যের চিকিৎসকদের ভেবে দেখার অনুরোধ রইল।

অরবিন্দকুমার সেন
মহামায়াপাড়া, জলপাইগুড়ি।

টোটোয় তুঘলকি নিয়ম বুনিয়াদপুরে

বুনিয়াদপুর রেলস্টেশনে টোটোর দৌরাত্ম্যে রেলযাত্রীরা অতিষ্ঠ। ট্রেন থেকে নেমে টোটো ধরতে গেলে চালকদের কবলে পড়তে হয়। সিট ক্যাপাসিটি চারজনের হলেও পাঁচজন ছাড়া টোটো ছাড়বে না। দূরপাল্লার যাত্রী হওয়ার সুবাদে ব্যাগপত্র থাকে। ফলে নিজের ব্যাগপত্র নিজের কোলের উপর চাপিয়ে হাত-পা গুটিয়ে নিয়ে বসতে হয়। এ এক নরকযাত্রা মনে হয় তখন।

বাম্পের উপর দিয়ে বা খানাখন্দের উপর দিয়ে যখন যায় তখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। এর থেকে রেহাই পেতে হলে চালকদের ইচ্ছেমতো টাকায় রিজার্ভ করতে বাধ্য করা হয়। ভাড়া সাধারণ ভাড়ার দ্বিগুণ।

বুনিয়াদপুর থেকে রসিদপুর হাসপাতাল পর্যন্ত হাইওয়ে রাস্তায় ভাড়া পাঁচ টাকা। একই দূরত্ব হওয়া সত্ত্বেও বুনিয়াদপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে স্টেশনে যেতে দশ টাকা দিতে হয়। বুনিয়াদপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে উঠলে একজন যাত্রী নিয়ে দশ টাকায় যাবে, কিন্তু স্টেশন থেকে ফেরার সময় পাঁচজন ছাড়া ফিরবে না। এ এক তুঘলকি নিয়ম।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন সাধারণ মানুষের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ করছেন, তখন টোটোওয়ালাদের এসব আচরণ দিদির চিন্তাভাবনাকে হেয় করছে। স্থানীয় ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের কাছে অনুরোধ, যাত্রীদের জন্য ভাবুন, সদয় হোন!

সুজন মণ্ডল
খিদিরপুর, বংশীহারী, দক্ষিণ দিনাজপুর।

রিচার্জ ক্রমশ মহার্ঘ

বর্তমান সময়ে মোবাইল পরিষেবা যে যোগাযোগের অন্যতম সেরা মাধ্যম, তা ব্যক্তিমাত্রই অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য। এতদসত্ত্বেও প্রতিনিয়ত মোবাইল রিচার্জে টাকার পরিমাণ যে হারে বাড়ছে, তাতে খেটে খাওয়া, দরিদ্র ও সাধারণ মানুষের মাথায় হাত।

এই মূল্যবৃদ্ধি বড় ব্যবসায়ী ও উচ্চ আয়ের মানুষের ওপর তেমন প্রভাব না ফেললেও স্বল্প আয়ের প্রতিটি মানুষ বিশেষ চিন্তিত। তাঁদের রুজিরোজগারে যেভাবে টান পড়েছে, তাতে এই ক্রমবর্ধমান মূল্য তাঁদের কাছে গোদের উপর বিষফোড়া। উচ্চ ও নিম্ন উভয় আয়ের মানুষকে সমান হারে রিচার্জ করতে হচ্ছে। এতে কিছু মানুষকে প্রয়োজনের তুলনায় কম ফোন করেও বাধ্যতামূলক আনলিমিটেড ভরাতে হচ্ছে।

তাই এইসব পরিষেবামূলক সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, সাধারণ মানুষের কথা ভেবে মোবাইল রিচার্জের মূল্যবৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করে দেখুন।

নলিনীরঞ্জন বসাক
ভোটপট্টি, জলপাইগুড়ি।